রোকেয়া হলের সিডি-ক্যামেরা রহস্য

রিপোর্ট : **কাওসার খান**

খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসেরও আগে। সকাল থেকেই রোকেয়া হলের মেয়েদের কাছে খবরটি চলে আসে। মোবাইল বাজতে থাকে। ওপাশ থেকে বন্ধুরা জানতে চায় ঘটনাটি সত্য কিনা? কেউই বলতে পারে না। সবাই বলে, আমিও এ রকমই শুনেছি। এই শোনা ঘটনাটি হচ্ছে, গভীর রাতে রোকেয়া হলের একজন মেয়ের কাছে ফোন করে তার বন্ধু। বন্ধু জানায়, হলের বাথরুমে মেয়েটির গোসলরত অবস্থায় ধারণকৃত দৃশ্য সিডিতে দেখতে পেয়েছে সে এবং সিডিতে রোকেয়া হলের আরো অনেক মেয়ে রয়েছে। এই খবরটি ছড়ায় ৭ সেপ্টেম্বর রাতে। একজন, দু'জন করে সব মেয়ের কানে খুব সহজেই পৌঁছায়। আতঙ্কিত মেয়েরা বুঝতে পারে না কি করা উচিত এখন। সে রাতেই ছাত্রীরা হল প্রোভোস্ট ড. তাজমেরী এস এ ইসলামের কার্যালয় ঘেরাও করে। দাবির মুখে হল প্রোভোস্ট মেয়েদের সিডি বেরিয়ে থাকলে তার পেছনে হলের কোন কোন মেয়ে জড়িত থাকতে পারে তার ওপর একটি গোপন বাক্সে মতামত দেয়ার ব্যবস্থা করে। ছাত্রীদের কাছে প্রোভোস্ট নিজেই স্বীকার করেন, গত মাসের শেষের দিকে তিনি এক সাংবাদিকের কাছ থেকে ফোন পেয়েছিলেন। ফোনে ওই সাংবাদিক হলের বাথরুমে কোনো গোপন ক্যামেরা পাওয়া গেছে কিনা তা জিজ্ঞেস করেছিলেন। হল প্রোভোস্ট ওই রিপোর্টারের মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো 'গোপন ক্যামেরা'র বিষয়টি জানতে পারেন। যদিও এরপর প্রোভোস্ট এত স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে ৭ সেপ্টেম্বরের আগ পর্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে আসছিলেন এবং জানাননি কাউকে।

প্রথমদিকে হলে গোপন ক্যামেরা পাবার বিষয়টি অল্পকিছু ছেলের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেও ৮ সেপ্টেম্বর তা ক্যাম্পাসে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, রোকেয়া হলে থাকা মেয়েদের কাছে তার বন্ধুরা, আত্মীয়রা সবাই জানতে চায় তার গোসলের সিডি বেরিয়েছে কিনা। উত্তর দিতে পারে না তারা। সে জানে না সত্যি কি তার গোসলের ছবি এখন বাজারে! স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক বাড়তে থাকে। পরের দিন দৈনিক পত্রিকাগুলোর কয়েকটিতে খবরটি প্রকাশ পেলে আতঙ্ক রূপ নেয় উত্তেজনায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলে রোকেয়া হলের দৃশ্য সংবলিত সিডি রয়েছে- এমন খবর পায় পুলিশ। ৪০৭ নম্বর রুমে তল্লাশি চালিয়ে রোকেয়া হল সংশ্লিষ্ট কোনো সিডি পায়নি বলে জানায় পুলিশ। অবস্থা বেগতিক দেখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই দিনই রোকেয়া হলের প্রোভোস্টকে আহ্বায়ক করে আট সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়। অপরদিকে এ ঘটনায় রোকেয়া হলের ছাত্রীদের মাঝে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে নৃবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের মৌমিতা নামের ছাত্রী নিকটবর্তী গাউসল আজম মার্কেটে একটি সিডির দোকানে গিয়ে রোকেয়া হলের সিডিটির কথা জানতে চাইলে দোকানি জানায়, তার কাছে সিডিটি আছে। এরপরই পুলিশ দোকানটিতে তল্লাশি চালালেও সিডি পায়নি বলে জানায়।

'গত তিন দিন আমাদের হলটি ছিল ঠিক শ্মশানঘাটের মতো। কেউ হাসে না, কথা বলে না, সময় মতো খায় না। আমাদের হলে দুটো টিভি আছে। এমনিতে সব সময়ই টিভি রুমে মেয়েদের শোরগোল বজায় থাকে, কিন্তু এই কয়েক দিনে মনে হচ্ছে টিভি যে একটি দেখার জিনিস, তা ভুলে গেছে হলের ছাত্রীরা। আসলে আমরা যে কতটা আতঙ্কিত তা কেবল আমরাই জানি, আমরাই বুঝি। আপনি ছেলে, আপনার পক্ষে কখনো আমাদের কষ্টটা বোঝা সম্ভব নয়।' এভাবেই নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করল এ হলেরই চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী মৌসুমী। রোকেয়া হলে

'বিষয়টি যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়ও তা লোকে জানবে না। কেননা, এত ফলাও করে সে খবর ছাপা হবে না। ফলে এই দুর্নাম থেকে আমরা আর বের হতে পারব না। আজ থেকে ১০ বছর পরেও যদি কেউ আমাকে বলে তোমার গোসল করার দৃশ্য আমি দেখেছি, আমার মেনে নিতে হবে। লজ্জা পাওয়া ছাড়া তখন কিছুই করার থাকবে না'

থাকা মেয়েদের মধ্যে ঢাকায় আত্মীয়স্বজন রয়েছে তাদের অনেকে হল ছেড়ে চলে গেছে কিছুদিনের জন্য। বাকিদের বাধ্য হয়ে হলেই থাকতে হচ্ছে। আতঙ্কিত চেহারা নিয়ে বসে আছে চার দেয়ালের মাঝে। সবারই মনে একটি প্রশ্ন, যদি তার গোসলের ছবি সিডিতে থাকে? কি হবে তখন? মুখ দেখাবো কীভাবে? গত কয়েকদিন ধরে শুধু রোকেয়া হলে নয়, শামসুন্নাহার হলেও চলছে একই অবস্থা। দুশ্চিন্তায় অজ্ঞানও হয়ে পড়ছে কেউ কেউ। প্রায় সব মেয়েরই বাড়ি থেকে ফোন আসে খোঁজ-খবর জানার জন্য। কন্যাটি যেমন আতঙ্কগ্রস্ত, তেমনি আতঙ্কিত মা-বাবাও।

'বাবা যখন আমাকে লেখাপড়া করার জন্য ঢাকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আমাদের এলাকার অনেকেই তা স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। এমনিতেই হল সম্পর্কে আমাদের এলাকায় একটা নেতিবাচক ধারণা আছে। কেউ কেউ বাবাকে নিষেধও করেছিল, যাতে আমাকে হলে রেখে লেখাপড়া না করায়। বাবা যাদের কথা শোনেননি, এখন তারাই হয়তো সুযোগ পেয়ে পত্রিকাটি হাতে নিয়ে বাবার কাছে আসবে। চোখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসবে।' ভুক্তভোগী এই মেয়েরা পড়ালেখা বাদ দিয়ে এখন এসব চিন্তা তাদের মাথার বার বার ঘুরে ফিরে আসছে। কল্পনা করছে, তাদের গোসলের দৃশ্য এখন বাজারে। প্রথম বর্ষের ছাত্রী শায়লা বলেন, 'বিষয়টি যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়ও তা লোকে জানবে না। কেননা, এত ফলাও করে সে খবর ছাপা হবে না। ফলে এই দুর্নাম থেকে আমরা আর বের হতে পারব না। আজ থেকে ১০ বছর পরেও যদি কেউ আমাকে বলে তোমার গোসল করার দৃশ্য আমি দেখেছি, আমার মেনে নিতে হবে। লজ্জা পাওয়া ছাড়া তখন কিছুই করার থাকবে না।'

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনেক যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে মেয়েদের আশ্বস্ত করতে চায় যে, সবকিছু গুজব, বাস্তবে এমন কিছুই ঘটেনি। তারপরও মেয়েদের আতঙ্ক দূর করা যায় না। দেয়ালের শুধু কান না, চোখও আছে- এমনই যেন মনে হয় সবার কাছে। 'আমাদের হলের অনেক মেয়েই গত তিন দিন ধরে গোসল করে না। কে জানে হয়তোবা উঁকি মেরে রয়েছে কোনো ক্যামেরার লেন্স'- বলেন এ হলের আবাসিক ছাত্রী শিরিন। নিদ্রা বিহীন প্রতিটি রাত কাটছে এই মেয়েগুলোর। তারা জানে না কি তাদের অপরাধ। সমাজের এক ধরনের অসুস্থতা, হিপোক্রেসির কাছে তারা অসহায়। কে দূর করবে তাদের শঙ্কা?

আট সদস্যের তদন্ত কমিটি প্রথম দিন থেকেই বলে আসছে হলের বাথরুমে ক্যামেরা পেতে রাখার কোনো ঘটনা ঘটেনি। এসবই গুজব। মেয়েরা খামাখা আতঙ্কিত হচ্ছে। তার পরও কেন তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো এর জবাবে হল প্রোভোস্ট ও তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম ২০০০কে বলেন, 'আমরা কোনো রকম সন্দেহ মনে পুষে রাখতে চাই না। ধরুন আমি ৯৯ দশমিক ৫ ভাগ নিশ্চিত কিছুই ঘটেনি। বাকি দশমিক ৫ ভাগ সন্দেহ দূর করতেই এই তদন্ত।' তদন্ত কমিটি যদি প্রথম থেকেই এমন 'অনুমান নির্ভর' তদন্ত করে তাহলে শেষ পর্যন্ত এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সময়ে গঠন করা তদন্ত কমিটির মতোই হবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, বাথরুমে ক্যামেরা দিয়ে গোসলের দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে এমন খবর তো কখনো আগে ছড়ায়নি। এখন ছড়ানোর কারণটা কি? আর যদি গুজব হয়ে থাকে তাহলে এই গুজবের অর্থ কি? এগুলোও খুঁজে বের করতে হবে তদন্ত কমিটিকে।

হলের বাথরুমগুলোতে এমনিতেই সব সময় অনেক বেশি চাপ থাকে। আর মেয়েদের হলে, বিশেষ করে গরমের দিনে এই চাপ আরো বেশি। সারা দিন বাথরুমে মেয়েদের আনাগোনা থাকে। তাই কেউ যদি বাথরুমে ক্যামেরা স্থাপন করে থাকে, তা করতে হবে অবশ্যই রাতে

হলের বাথরুমগুলোতে এমনিতেই সব সময় অনেক বেশি চাপ থাকে। আর মেয়েদের হলে, বিশেষ করে গরমের দিনে এই চাপ আরো বেশি। সারা দিন বাথরুমে মেয়েদের আনাগোনা থাকে। তাই কেউ যদি বাথরুমে ক্যামেরা স্থাপন করে থাকে, তা করতে হবে অবশ্যই রাতে। জুন মাসে রোকেয়া হলের বাথরুমে উঁকি দিতে গিয়ে ধরা পড়ে হলের এক নতুন কর্মচারী। হলের পুরুষ কর্মচারীদের মেয়েদের বাথরুমের দিকে যাওয়া নিষেধ থাকলেও তারা সহজেই যেত ঐ দিকে। পরবর্তীতে অবশ্য ঐ কর্মচারীর চাকরি চলে যায়। হলের এসব কর্মচারীদের নামও শোনা যাচ্ছে, কিন্তু তাদের পক্ষে কি ক্যামেরা বসানো সম্ভব? হলের কোনো মেয়ে কিংবা বহিরাগত কোনো মেয়ে জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ ও অন্যান্যরা। হলের ভবনগুলোর সিলিং এত উঁচু যে সেখানে

মেয়েদের অভিযোগ

বর্তমানে ছাত্রী হলগুলোতে মেয়েদের কিছু কিছু অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া রয়েছে, সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি বেখবর। তবে পরবর্তীতে এ ধরনের অসাবধানতার ফলে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে বলে অনেক ছাত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা অভিযোগ করে আসছে, রাতে দেয়াল টপকে চোর ঢুকে পড়ে তাদের হলে। এরপর জানালা দিয়ে দরজা খুলে রুমের ভেতর ঢুকে পড়ে হাতসাফাই করে। সামনে এ ধরনের চুরির ঘটনা বড় ধরনের অঘটনের দিকে গড়িয়ে যেতে পারে। ভিসির বাসভবনের দেয়াল থেকে উঁকি মেরে অনেক সময় রোকেয়া হলের মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে কর্মচারীরা। মেয়েরা অধিকাংশ সময়ই নিজেদের সম্মানের কথা চিন্তা করে এসব ঘটনা চেপে যায় বলে অনেক ছোটখাটো ঘটনাই চোখে এড়িয়ে যায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হলে কিছু বহিরাগত মেয়ে রয়েছে যাদের আচরণ, গতিবিধি সন্দেহজনক হলেও ছাত্ররাজনীতির ছত্রছায়ায় থাকার কারণে হলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। তাছাড়া প্রতিটি হলেই এমন দু-একটি মেয়ে রয়েছে যাদের সব মেয়েই সন্দেহের চোখে দেখে। ছাত্রীদের ধারণা, বাইরের মহলের চক্রান্তে এ ধরনের দু-একটি মেয়ে সবার জন্য অমঙ্গলজনক কোনো কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে, যা রোধে এখনই ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

মই বা এ জাতীয় কোনো কিছু ছাড়া ওঠা সম্ভব নয়। মই থাকে বর্ধিত ভবনের বাইরে একটি রুমে তালাবদ্ধ অবস্থায়। আর রাতেরবেলা বর্ধিত ভবনের গেট তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। তাই বাইরে থেকে রাতে মই আনা ও ক্যামেরা সেট করা দুরূহ, তবে অসম্ভব নয়। আসলে পুলিশ, তদন্ত কমিটি, আমরা কেউই জানি না ক্যামেরা যদি থেকেই থাকে তাহলে সেটা কোথায় ছিলো? পানির কলের পাশেও স্থাপন করা সম্ভব। ওয়েব ক্যাম অথবা কর্ডলেস ক্যামেরা দিয়ে দৃশ্য ধারণ করা সম্ভব। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ২০০০-এর কাছে বাথরুমে ক্যামেরা বসানো কঠিন বলে মন্তব্য করেন। কঠিন, সম্ভব নয় এ ধরনের কথাবার্তা আসলে কিছুই প্রমাণ করে না। যদি কেউ ক্যামেরা বসাতে চায় তাহলে এক ইঞ্চি সাইজেরও ক্যামেরা সহজেই বসাতে পারে। আর ক্যামেরার সঙ্গে যে তারের সংযোগ থাকতে হবে তা নয়, কর্ডলেসও হতে পারে। আসলে গোপন ক্যামেরায় অন্তরঙ্গ মুহূর্তের দৃশ্য ধারণ করে বাজারে ছাড়া আমাদের জন্য নতুন নয়। সুমন, পিন্টু, অভি, শাহীন, অ্যাপোলো- এদের কর্মকান্ড আমরা দেখেছি। এরা সব সময়ই থেকেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সাপ্তাহিক ২০০০ বার বারই বলে আসছে, এ ধরনের ঘটনা যদি এখনই প্রতিহত করা না যায় তাহলে ক্যামেরা চলে আসবে আপনার আমার বেড রুমে এবং ঘটনাক্রমে সেদিকে এগুচ্ছে। রোকেয়া হলের বাথরুমে ক্যামেরা এ খবরও এর ব্যতিক্রম নয়।

ক্যাম্পাসের অনেক ছাত্র রোকেয়া হলের মেয়েদের গোসলের সিডি দেখেছে, এমন কথা বাতাসে ভেসে বেড়ালেও কে সিডি দেখেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এ হলের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী হাসি জানালেন, 'একটা সিডি পেলেই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করা যাবে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়টিই যদি মিথ্যা হয় তা আপনি প্রমাণ করবেন কিভাবে? তাই আমার মনে হয়, পুরো বিষয়টি আয়ত্তে আসতে সময় লাগবে। আমরা চাই সত্য বের হয়ে আসুক, তবে তা যেন প্রমাণিত হয়। আমরা কোনো মাঝামাঝি স্থানে থাকতে চাই না।'

গত মঙ্গলবার রাতে রোকেয়া হলের সব ছাত্রী যখন একাট্টা হয়ে প্রোভোস্টের কার্যালয়ে আসে তখন প্রভোস্ট এমন কাজের সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজনদের নির্ণয় করতে গোপন ব্যালটের ব্যবস্থা করে। জানা যায়, এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ মেয়েই হলের বর্ধিত অংশে থাকা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী উর্মিকে সন্দেহ করে বলে ভোট দিয়ে

'রাস্তায় হাঁটার সময় কোনো লোক যদি এখন দ্বিতীয়বার আমার দিকে তাকায়, আমার ভয় হয়, মনে হয় আমি হয়তোবা সিডিবন্দি হয়েছি, আর ওই লোকটা আমাকে চিনে ফেলেছে। এ যে কিরকম অসহায়ত্ব, তা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না'

জানায়। ঘটনার কিছু দিন আগে এই মেয়ের কিছু চিঠি ও ডায়েরি প্রোভোস্টের কাছে জমা দিয়েছিল হলের মেয়েরা। প্রোভোস্টও তাতে আপত্তিকর অনেক কিছু দেখতে পেয়ে মেয়েটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান। তবে মেয়েটির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এলেও জিজ্ঞাসাবাদ করার পর মেয়েটি নির্দোষ বলে প্রোভোস্ট ঘোষণা দেন। এতে অনেকে অবাক হয়েছে বলে হলের মেয়েরা জানায়।

সামনের দিনগুলোতে এ ধরনের অঘটন যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে হল কর্তৃপক্ষ সাবধান হলে অনাগত এসব অঘটন এড়ানো সম্ভব হতে পারে। রোকেয়া হলের প্রোভোস্ট এ প্রসঙ্গে বলেন, 'বর্তমানে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটির কাজ নিয়ে আমি প্রচন্ড ব্যস্ত। তদন্ত রিপোর্ট জমা দেবার পরপরই আমরা এ নিয়ে বসব এবং হলের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেব। তবে এবারের ঘটনার ক্ষেত্রে হলের মেয়েরা আমাদের আরো সাহায্য করতে পারত। বিশেষ করে আমরা ছাত্রীদের অনেকবার অনুরোধ করেছি, কোন নম্বরগুলো থেকে তোমাদের জানিয়েছে যে তারা তোমাদের সিডি দেখতে পেয়েছে। আমরা এমনও বলেছি যে, প্রয়োজনে গোপনে দরজার নিচ দিয়ে ফেলে রেখে যাও। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, কেউ আমাদের ডাকে সাড়া দেয়নি, দিলে কাজ আরো এগিয়ে যেত।'

আমাদের সমাজে সব খারাপই বেড়ে চলছে। বাড়ছে না ভালো কোনো উদ্যোগ কিংবা কর্মকান্ড। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, বোমা হামলা সবই বাড়ছে, বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। পিছিয়ে নেই গোপন ক্যামেরার এই 'অশ্লীল সন্ত্রাস'। রোকেয়া হলের ঘটনাটি গুজব হতে পারে কিন্তু যদি সত্যি হয় তাহলে...? এই মেয়েটির বক্তব্য শুনুন।

'রাস্তায় হাঁটার সময় কোনো লোক যদি এখন দ্বিতীয়বার আমার দিকে তাকায়, আমার ভয় হয়, মনে হয় আমি হয়তোবা সিডিবন্দি হয়েছি, আর ওই লোকটা আমাকে চিনে ফেলেছে। এ যে কিরকম অসহায়ত্ব, তা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না।'

আসলেই তাই!

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : ***সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০***
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।